জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষণা

ওয়াশিংটন, ২৩শে অক্টোবর -- প্রেসিডেন্ট বুশ যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্য ও অঞ্চলসমুহে জাতিসংঘ দিবস যথাযথ অনুষ্ঠানাদি ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে উদযাপনের আহবান জানিয়ে গত ২০শে অক্টোবর এক ঘোষণা জারি করেছেন। আগামীকাল (২৪শে অক্টোবর) এই দিবস পালিত হবে।

প্রেসিডেন্ট বিগত ৬০ বছর যাবৎ "বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী বিকাশের" জন্য কাজ করায় আন্তর্জাতিক এই সংগঠনের প্রশংসা করেন।

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, গত ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরীয় সুনামী এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে বিশ্বের মানুষের সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, "সাধারণ উদ্দেশ্যে জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একত্রিত হতে পারে জাতিসংঘের সহায়তা থেকে তা দেখা গেছে।"

তিনি বলেন "আমরা সাহসিকতা ও সচেতনতার সাথে অপরের জীবন ও অধিকার রক্ষা করতে আমাদের দায়-দায়িত্ব পালন করব। আর এসব করে থাকি বিধায় সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায় মানুষের শান্তি,স্বাধীনতা এবং মর্যাদার বিষয়টি নিশ্চিত করে আমরা জাতিসংঘের মহান অঙ্গীকার পরিপুর্ণ করতে সহায়তা করব।"

প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষণা নিম্নে দেয়া হলোঃ

সর্বত্র মানুষের আশা আকাংখার বিস্তার, দরিদ্রতা ও রোগ শোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মানবাধিকার এবং মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে ৬০ বছর আগে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল। জাতিসংঘ দিবসে আমরা পুনরায় এ সংস্থাটির গঠনকালীন আদর্শের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, মানুষের আত্মা অন্ধকার ও শয়তানী শক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর গঠন থেকেই জাতিসংঘ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও মানুষের শ্রেষ্ঠ গুনাবলী বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করেছে। আর আজ আমাদের ভোগান্তি লাঘব করতে, স্বাধীনতা ছড়িয়ে দিতে এবং আমাদের শিশু ও নাতি-নাতনীদের জন্য স্থায়ী শান্তির ভিত্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুনামী এবং চলতি মাসে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূমিকম্পে মানুষের সমবেদনার মহান উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করেছি। সাধারণ উদ্দেশ্যে জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একত্রিত হতে পারে জাতিসংঘের সহায়তা থেকে তা দেখা গেছে। এই চিরন্তন সত্য সংস্থাটি গঠনকারীদের উৎসাহিত করেছে এবং বিগত ৬০ বছর যাবৎ তা অব্যাহত রয়েছে।

আমরা সাহসিকতা ও সচেতনতার সাথে অপরের জীবন ও অধিকার রক্ষা করতে আমাদের দায়-দায়িত্ব পালন করব। আর এসব করে থাকি বিধায় সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায় মানুষের শান্তি,স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে আমরা জাতিসংঘের মহান অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করব।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ডবনংরঃব:* *dhaka.usembassy.gov* (New) *এ যোগাযোগ করুন।*